দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

বর্ষ-১, সংখ্যা- ১ , প্রকাশকাল: আগষ্ট ২০২২

উপকূলে ১৫ আগষ্ট পালন

শোক ও শ্রদ্ধায় জাতির জনককে স্মরণ

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের শোষণ ও পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন দেশ এনে দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নীতি আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শেখ রাসেল শিশু কিশোর মঞ্চ আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে যুদ্ধকালীন হাতিয়া উপজেলা মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব রফিকুল আলম একথা বলেন।

শোক দিবস পালন উপলক্ষে উপকূল জুড়ে সংস্থার কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো, কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, ডায়াবেটিস পরীক্ষা ক্যাম্প, স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা, বৃক্ষরোপন ও রেডিও সাগর দ্বীপ ৯৯.২ এফএম-এ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার। এছাড়া সংস্থার কার্যালয়সমূহে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

আয়োজিত সভাগুলোতে বক্তারা বলেন, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালির শোকের দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ভয়াল রাতে বিপথগামী কিছু সেনাসদস্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেন। বিপথগামী সেনাসদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হন্। বক্তারা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দু:খী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে' আমরা বঙ্গবন্ধুর এই আহবান বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়নাধীন শাখাসমূহে আয়োজিত আলোচনা সভায় স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ও গন্যমান্য ব্যাক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোতে জাতির জনকসহ সকল শহীদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করা হয়। সংস্থার ধানসিঁড়ি, চানন্দী ও নিঝুমদ্বীপ শাখায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্টাটিক ক্লিনিকের ম্যাধ্যমে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস ও অন্যান্য রোগের সেবা প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এমন ইউনিয়নগুলোতে কৈশোর কর্মসূচির কিশোর-কিশোরীদের প্রায় ৯১০ টি তালগাছ রোপন করা হয়। এছাড়া সংস্থার ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে ৬৫টি মিশ্র প্রজাতির ফলের চারা রোপন করা হয়।

রেডিও সাগরদ্বীপে স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু, মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, গানে কবিতায় মুজিব, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'কাঁদো বাঙালি কাঁদো' ও ' আমরা তোমাকে ভুলিনি পিতা' প্রচার করা হয়।

৮৪ বছর বয়সে স্বাবলম্বী হয়েছেন আব্দুল মান্নান

'গায়ে শক্তি কমি আইছে । কাম করতে হাইত্তাম না। আধপেটা খেয়ে দিন গেছে। রোজার সময় হানি খাই রোজা ভাইগছি। খুদায় ঘুম আইতোনা। ওষুধ কিনতে হারিন। দুই ছেলে দুই মেয়ে আছে। তারা যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এখন আমি ভালো আছি। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার সাহায্য পেয়ে আমার দিন ফিরেছে" কথাগুলো বলছিলেন নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলা নবগ্রামের আব্দুল মান্নান।

আব্দুল মান্নান (৮৪) ছোট একটা চায়ের দোকান চালান। তার স্ত্রী ফুলবানু (৫৮) তাকে দোকানে সহায়তা করেন। মাত্র ৬মাস আগে দোকানটি শুরু করেছেন। এরই মধ্যে লাভের মুখ দেখছেন। এখন তিনবেলা পেটভরে খেতে পান। ওষুধও কিনতে পারেন যথাসাধ্য। প্রবীণ সোনালী উদ্যোগের সহায়তায় চায়ের দোকান তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

ক্রয় ক্ষমতার সমতা অনুসারে যাদের আয় ১ডলার বা ৯০ সেন্টের কম তারা হতদরিদ্র হিসেবে বিবেচিত হন। এটা আন্তর্জাতিক দারিদ্র রেখা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের আব্দুল মান্নানের মতো অসংখ্য মানুষ আছেন যাদের আয় ১ ডলারেরও অনেক কম। কখনও কোনো আয়ই হয় না। বাংলাদেশে এরকম মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৪১ লাখ যারা দৈনিক ১ ডলার সম পরিমাণ ৯৪ টাকাও আয় করতে পারেন না। এই বিশাল জনগোষ্ঠী এখন ঝুঁকিতে আছেন।

আব্দুল মান্নান বলেন, সারাজীবন দিনমজুরী করে কাটিয়েছি। বয়সের কারণে সেটাও আর করতে পারতাম না। সরকারি কোনো সহায়তা পাইনি। এখন বয়স হয়েছে । সরকার নাকি বৃদ্ধদের বয়স্কভাতা দেয় শুনেছি। কিন্তু আমি বা আমার স্ত্রী এ ভাতা পাইনি। দরিদ্র মানুষের সম্পদ হলো তার শ্রম। বয়স হলে দরিদ্র মানুষের তাও থাকে না।

তিনি বলেন, এই চায়ের দোকানটা করার আগে কীভাবে বেঁচে থাকবো সেটাই বড় চিন্তার ছিলো। এখন শেষ বয়সে এসে একটু ভালো খেতে পরতে পারছি। এ সবই সম্ভব হয়েছে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার জন্য। এই সংস্থার কর্মীরা শুধু টাকাই দেয়নি। এই টাকা কীভাবে কাজে লাগাবো অল্প পরিশ্রমে কী করলে ভালো আয় করতে পারবো তা এই কর্মীরই ঠিক করে দিয়েছেন । তারা এখনও আমার খোঁজ খবর রাখছেন। এতোদিন শুধু আমরা বেঁচেছিলাম। বয়স দারিদ্র্য প্রায় মেরে ফেলেছিলো আমাদের। এখন মনে হয় আমরা আমাদের জীবন খুঁজে পেয়েছি।

কী করলে আরও ভালো হতো, এ প্রশ্নের জবাবে আব্দুল মান্নান ও ফুলবানু বলেন, বাকি জীবনটা যদি এভাবে কেটে যায় তাহলে আর কিছু দরকার নেই আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার জন্য দোয়া করবো। তবে আমাদের গ্রামে এখনও অনেক দরিদ্র মানুষ আছেন যারা বৃদ্ধ হয়েছেন কাজ করার শক্তি নেই । নিজের কোনো জমি নেই। তাদের এমন একটা দোকান বা স্থায়ী কিছু করে দিলে তারাও ভালো থাকবে।

দিনমজুর থেকে সচ্ছল গৃহস্থ: বিবি কুলসুমার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

একসময় আমাদের কিছুই ছিলো না। স্বামী অন্যের জমিতে কাজ করতেন । বাচ্চাদের নিয়ে কোনোরকমে খেয়ে না খেয়ে দিন কেটেছে আমাদের । এখন আমাদেরিএক কানি জমি, দুটো পোলট্রি খামার, একটি মাছের পুকুর ও দুই একর জমিতে ফলের বাগান । এখন আমাদের বাগানে খামারে প্রতিদিন ১০/১২ জন মানুষ কাজ করে। মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী দুইজন চারহাতে পরিশ্রম করে আজ এখানে এসেছি। কথাগুলো বলছিলেন, বিবি কুলসুমা (৩৬)।

বিবি কুলসুমা হাতিয়া উপজেলার পূর্ব গামছাখালী গ্রামের চরকিং শাখার জননী মহিলা সমিতির সদস্য। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয় তার । নবম শ্রেনি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছিলেন স্থানীয় হাই স্কুলে। একের পর এক সন্তানের মা হয়েছেন । ৫ মেয়ে তার। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন । বাকি চার মেয়ে স্কুল ও মাদ্রাসায় পড়ছে। স্বামী খান সাহাব (৩৮) একজন সফল ফল চাষী। ফলের অনেক নতুন ধরন তিনি গ্রামে প্রথম শুরু করেন নিজস্ব উদ্যোগে। মাত্র দেড় বছরের মধ্যে তার বাড়ির চারিদিক ভরে উঠেছে বিভিন্নফলের বাগানে।

কীভাবে কেন এই ফলবাগান শরু করেছেন জানতে চাইলে খান সাহাব বলেন, একসময় মুলা শিম লাউ বাঁধাকপিসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করতাম কিন্তু সবজি চাষে লেবার পাওয়া যায় না, লেবার খরচও বেশি। এ কারণে আমি ফলের বাগান করার কথা ভাবতে থাকি।

৪বছর আগে হাতিয়া কৃষি অফিস থেকে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো যশোরে। টমেটো চাষ দেখার জন্য। ওখানে গিয়ে আমি বিভিন্ন ফলের বাগান দেখি। এক ফলের বাগান মালিকের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। তার পরামর্শে আমি ফলের বাগান শুরু করি। এখন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা জসীম স্যারের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন পরামর্শ নিয়ে থাকি।

খান সাহাব বলেন, এক সময় আমি অন্যের জমিতে কাজ করতাম। এখন আমার দুই একর জমিতে ড্রাগণ ফল, মরিয়ম খেঁজুর, বলসুন্দরী বড়ই, সীডলেস লেবু, হলুদ বেবি তরমুজসহ পেয়ারায় বাগান আছে। দুটো প্রোলট্রি খামার আছে বয়লার মুরগীর। মনোসাইট মাছের চাষের পুকুর আছে। গত বছর ৭০টি গাছের বলসুন্দরী বড়ই বিক্রি করেছি ৫০ হাজার টাকা। খরচ ছিলো ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। এবছর আরও ২০০গাছ লাগিয়েছি। গাছগুলোতে ফুল এসেছে। অন্যান্য ফলও ধরতে শুরু করেছে। গ্রামের আরও বিশজন চাষী তার উদ্যোগের সফলতা দেখে নিজেরা ফলের বাগান শুরু করেছেন।

বিবি কুলসুমা ৫বছর আগে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা থেক মাত্র দশহাজার টাকা লোন নেন। এইবার তিনি এক লক্ষ টাকা লোন নিয়েছেন। মাত্র পাঁচবছরে দিনমজুর থেকে সম্পন্ন গৃহস্থে পরিণত হয়েছে কুলসুমা ও খান সাহাব এর পরিবার।

উন্নয়ন মাঠ পরিদর্শন

উন্নয়নের জন্য চাই জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আমন্ত্রণে গত ২৪ আগষ্ট ২০২২ দ্বীপ জেলা ভোলায় গিয়েছিলেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম ও সমন্বয়কারী দেলোয়ার হোসেন। ইফাদের অর্থায়নে ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় "উপকূলীয় চরাঞ্চলে মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত 'গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা'র কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ ইউনিটসহ পিকেএসএফ- এর সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো ঘুরে দেখেন।

ভোলা ও হাতিয়া দুটোই দ্বীপাঞ্চল। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুটো অঞ্চলেই কৃষি উৎপাদনে পরিবর্তন এনেছে। ধারনা করা হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শস্যের গুণাগুণ ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আসবে। উৎপাদন হ্রাস পাবে। পানির স্বল্পতা ঘটবে, হ্রাস পাবে মাটির উর্বরতা। ফসলে নতুন নতুন রোগ-বালাই দেখা দিতে পারে। ফলে কৃষিতে কীটনাশক ও সারের প্রয়োগ বাড়বে।

সেচের ব্যাপকতা, ভূমিক্ষয়, মৎস্য বৈচিত্র্য কমে যাওয়া, রাসায়নিকের ব্যবহার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। দারিদ্র বাড়বে এবং সমাজে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। ২১ শতকে সার্বিকভাবে কৃষির উৎপাদন শতকরা ৩০ শতাংশ কমে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে জলবায়ু চাপ সহনশীল প্রযুক্তি (বীজ, সার, সেচ ও কৃষি-সংক্রান্ত অনুশীলন) এবং তাদের সম্প্রসারণে গবেষণা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, জ্ঞান পরিচালনা, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও স্থানান্তর এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবগুলো চিহ্নিত করতে কাজ করছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থাও ।

পিকেএসএফের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় এমন কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছিল বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে। কিন্তু করোনার কারণে এই প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যহত হয়। এ বছরের প্রথম দিকে এই প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হলেও দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা'র এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখে যা জলবায়ু সহনশীল অভিযোজন হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলে। স্থানীয় আরও অনেক সংগঠন ও কৃষকরা তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফলতা পাচ্ছেন।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা'র এই অভিযোজন মডেলটি উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এই ভিজিটের আয়োজন করা হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিনের সাথে কথা বলে জানা যায়, এই প্রকল্পটি টিকে থাকার কারণ হচ্ছে স্থানীয় জাত ও জলবায়ুসহিষ্ণু প্রযুক্তির সমন্বয়। কারণ হাঁস-মুরগী বা গরুর হাইব্রিড প্রজাতি অনেক বেশি সংবেদনশীল। তুলনামূলকভাবে দেশি প্রজাতিগুলো অনেকবেশি রোগ-ব্যাধি ও গরম সহ্য করে টিকে থাকতে পারে। ফলে দেশি প্রজাতিগুলোর সাথে উন্নত বিদেশি প্রজাতিগুলোর সংকরায়নের মাধ্যমে উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমন রোগব্যাধিতে মৃত্যুও কম হবে।

গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা এজন্য দেশীয় প্রজাতির মুরগী ও মহিষপালন, জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিপন্য লাউ পেঁপে ও খাঁচায় মাছ চাষ করতে কৃষকদের সহযোহিতা দিচ্ছে। এই প্রকল্পে তারা ব্যাপক সাফল্যও পেয়েছে । যেমন তারা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুকুরে অক্সিজেন ফোয়ারা বসিয়েছে এর ফলে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের সরবরাহযেমন বেড়েছে তেমনি মাছের উৎপাদনও বেড়েছে। সংস্থার এই অর্জিত সাফল্যগুলো সারাদেশের ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এই পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

হাতিয়া ও ভোলাদ্বীপাঞ্চল দুর্যোগপ্রবণ। এ অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনও জীবিকার উপরপ্রতিনিয়ত জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের অভিঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত: বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙ্গন, লবণাক্ততার মত জলবায়ুজনিত দুর্যোগ ইদানিং ঘনঘন হচ্ছে এবংভয়াবহতা বাড়ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত পিছিয়েপড়া মানুষগুলো এমনিতেই সুবিধাবঞ্চিত তারউপরে পৌন:পুনিক দুর্যোগ তাদের নি:স্ব করে দিচ্ছে।

এছাড়া কোভিড-১৯ পরবর্তী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এসময়ে সরকারি বেসরকারি নতুন নতুন উদ্ভাবন ও সেগুলোকে খাপখাইয়ে নিয়েই উপকূলীয় মানুষের জীবন ও জীবিকা তৈরি করতে হবে। এজন্য সরকারি বেসরকারি সহায়তাযেমন, সার, কীটনাশক, টিকা, প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদ, পশুপালন পদ্ধতিও প্রশিক্ষণ আব্যাহত থাকে তাহলে আমাদেরউপকূলীয় জনপদগুলো আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে অবদানরাখতে পারবে।

মানুষের আস্থায়, মানুষের পাশে: শাপলা নীড় পঞ্চাশে!

মানুষের আস্থায়, মানুষের পাশে: শাপলা নীড় পঞ্চাশে! এই স্লোগানকে সামনে রেখে

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২২ ঢাকার কারওয়ান বাজারের ডেইলি স্টার সেন্টারে জাপানভিত্তিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'শাপলা নীড়'র ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হয়েছে। শিশু শিক্ষা ও সুরক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে 'শাপলা নীড়' বাংলাদেশে পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করে আসছে।

'শাপলা নীড়' বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টরের স্বাগত বক্তব্য ও কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। ৫০ বছরের পথচলায় প্রতিষ্ঠানটি যাদের হারিয়েছে তাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শাপলা নীড় বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমোকো উচিয়ামা বলেন, শাপলা নীড় সব সময় সব ধরনের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জাইকার প্রধান প্রতিনিধি ইহো হায়াকাউয়া শাপলা নীড়ের ৫০ বছর পূর্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শাপলা নীড় কমিউনিটির জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেভাবে প্রান্তিক লোকদের জন্য কাজ করেছে তা প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক উল্লেখ করে বর্তমানে বাংলাদেশে জাপান সরকারের সহায়তায় শাপলা নীড় যে সব প্রকল্প পরিচালনা করছে তা তুলে ধরেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি।

অনুষ্ঠানে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম বলেন, 'জাপান সরকার বাংলাদেশের পরিক্ষীত বন্ধু। বাংলাদেশের উন্নয়নে জাপান সরকারের অবদান অনেক। ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড়ে বিধস্ত হাতিয়া দ্বীপের মানুষদের ত্রান ও পূর্নবাসনে জাপান সরকার ও জাপান নাগরিকদের সাথে আমার সম্পর্ক শুরু। এরপর ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী দেশ পূর্নগঠনে, ১৯৭৪ এ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিতে আমার যোগদানের মাধ্যমে এই সম্পর্ক আরো মজবুত হয়।

১৯৮৪ সাল থেকে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা গঠনের পর থেকে জাপান সরকার ও জাইকার সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

২০০৪ সালে জাপান এনজিও প্ল্যাটর্ফমের আমন্ত্রনে শ্রীলঙ্কায় সুনামি ও গৃহযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জাফনা উপদ্বীপে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলমের ত্রান পূর্নবাসনের কাজে যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। তিনি শাপলা নীড়কে তাদের পঞ্চাশবছর পুর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রধানদের পাশাপাশি বর্তমান পার্টনার অর্গানাইজেশনের প্রধান ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে আইএলও, অপরাজেয় বাংলা, টিএমএসএস, মিতসুবিশি করপোরেশন, এডাব, নারীপক্ষ, ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ সিরাজ উদ্দিন এর মৃত্যু

একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মীর চলে যাওয়া

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিটে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কর্মী সিরাজ উদ্দিন ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

তিনি দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও নিরলস পরিশ্রমী এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

নির্বাহী সম্পাদক: বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম
সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
প্রতিবেদন তৈরি: অন্তরা তালুকদার, গোলাম হায়াত খান পনির,
তাসনিম বিনতে মুখলিস, তানিয়া সুলতানা সাইরিন, সাজনীন সিফাত
দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়
২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
: dusdhaka@gmail.com | dus.eddus@gmail.com
: +88 02 48110362 | : https://dusbangladesh. org